কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ১

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-১"**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

১) নূহ বলেছিল, হে আমার কওম, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের উপর এক মহাদিনের আযাবের আশংকা করছি।

সুরা আরাফ ৭,আয়াতঃ ৫৯

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

আমি নূহ(আঃ)কে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম, সুতরাং সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বুদ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক মহা দিবসের শাস্তি আশংকা করছি।

২) কওমের নেতারা বলেছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুমি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।

সুরা আরাফ ৭, আয়াতঃ ৬০

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

তখন তার জাতির প্রধাণ ও নেতাগণ বললোঃ নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।

৩)নূহ বলেছিল ,আমার মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই, বরং আমি রাব্বুল আলামিনের একজন রসুল।

সুরা আরাফ ৭, আয়াতঃ৬১

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তিনি বললেনঃ হে আমার জাতি! আমি কোন ভূল-ভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত নই; বরং আমি সারা জাহানের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রাসুল।

৪)আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমার প্রভুর বার্তা। আমি তোমাদের কল্যাণকামী।

সুরা আরাফ ৭, আয়াতঃ ৬২

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি , আর আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি।

৫) তোমরা তাজ্জব হচ্ছো, তোমাদের মধ্য থেকেই একজন তোমাদের প্রভুর উপদেশ দিচ্ছে, যেন তোমরা সতর্ক হও এবং রহমতপ্রাপ্ত হও।

সুরা আরাফ ৭, আয়াতঃ ৬৩

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

তোমাদের মধ্যকার একজন লোকের মারফত তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছো? যাতে তিনি তোমাদেরকে সতর্ক ও হুশিয়ার করতে পারেন

এবং যাতে (তোমরা সাবধাণ হও,) তাকওয়া অবলম্বন করতে পার, হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

৬) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে ফলে আমরা তাকে আর তার সাথিরা যারা নৌযানে উঠেছিল তদেরকে নাজাত দেই,আর ডুবিয়ে দেই তাদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার আয়াত।

সুরা আরাফ ৭, আয়াতঃ ৬৪

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো,ফলে তাঁকে এবং তাঁর সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আযাব হতে) রক্ষা করলাম ,আর যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ,তাদেরকে (প্লাবনের পানিতে) ডুবিয়ে মারলাম বস্তুতঃ নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক অজ্ঞ ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

৭) নূহ তাঁর কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম !আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতের ভিত্তিতে আমার উপদেশ যদি তোমাদের অসহনীয় হয়, তবে আমি আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করলাম। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছো তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমাদের চক্রান্ত ঠিক করে নাও,পরে যেন তোমাদের চক্রান্তের বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। তারপর আমার বিরুদ্ধে তোমাদের ফয়সালা ঠিক করে নাও এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

সুরা ১০ ইউনুস আয়াতঃ ৭১

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ

আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শোনাও , যখন তিনি নিজের কওমকে বললেনঃ হে আমার কওম! যদি তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলী নসীহত করা তবে আমার তো আল্লাহরই উপর ভরসা,সুতরাং তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তদবীর(গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেলো, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না।

৮) তারপরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পার।

সুরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ ৭২

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

এরপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

৯) শেষ পর্যন্ত তারা তাকে (নূহকে) মিথ্যা বলে প্রত্যখ্যান করে। তখন আমি তাকে ও তার সাথে নৌযানে যারা আরোহন করেছিল তাদেরকে নাজাত দেই এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি আর ডুবিয়ে দেই সেইসব লোক যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার আয়াত।

সুরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ ৭৩

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ

অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতএব আমি তাঁকে এবং যারা তাঁর সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম ও তাদেরকে আবাদ করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম, সুতরাং দেখো কি পরিণাম হয়েছিলো তাদের, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নূহের জাতি আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, কিন্তু তার সাথে শিরক করতো । তারা শরীকদার বানিয়েছিল ।যেমন ওয়াদ্দা, শুয়াআ, ইয়াগুছ, নসর নামক মূর্তির / দেবদেবীদের। আসুন আমরা শিরক মুক্ত জীবনযাপন করি। মূর্তি ছাড়াও নিজের নফসের ও খাহেসের কথামত চলা, সমাজপতিদের আল্লাহর সমকক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোও শিরক। আল্লাহ আমাদের শিরকমুক্ত জীবন-যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....

পবিত্র কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)-২

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,**"কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-২**"

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হুদ

১)আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। সে বলেছিলো আমি তোমাদের প্রতি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

সুরা হুদ ১১,আয়াতঃ২৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ

আর আমি নূহকে(আঃ) তাঁর কওমের নিকট রসুল রূপে প্রেরণ করেছি। (নূহ বললেন), আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভয় প্রদর্শণকারী।

২) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক বেদনাদায়ক দিনের আযাবের আশংকা করছি।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ ২৬

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না, আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

৩) তখন কওমের প্রধাণরা বলেছিলো, যারা তোমার অনুসরণ করছে তারা আমাদের মধ্যে একেবারেই নীচু শ্রেণীর। বরং আমরা মনে করি তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ ২৭

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

অনন্তর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব নেতৃস্থানীয় লোক কাফির ছিল তারা বলতে লাগলোঃ আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মতো মানুষ দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও গরীব , তাও আবার স্থূল বুদ্ধি অনুসারে ; আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছি না ; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদীই মনে করছি।

৪) নূহ বললো, আমার আল্লাহ যদি তাঁর নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাকে দান করে থাকেন আর সে বিষয়ে যদি তোমাদের অন্ধ করে দেয়া হয়ে থাকে তবে তোমাদের অপছন্দ সত্ত্বেও কি আমি তা গ্রহণে তোমাদের বাধ্য করতে পারি?

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ২৮

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

তিনি বললেনঃ হে আমার কওম! আচ্ছা বলতো আমি যদি স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে রহমত (নবুওয়াত) দান করে থাকেন, অতঃপর ওটা তোমাদের বোধগম্য না হয়, তবে কি আমি ওটা তোমাদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবো, অথচ তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে থাকো?

৫) হে আমার কওম ! আমি তো মু'মিনদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না । তারা অবশ্য তাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভ করবে। বরং আমি তো দেখছি তোমরা সবাই জাহিল লোক।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ২৯

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

আর হে আমার কওম! আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাচ্ছি না; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে, আর আমি তো এই মু'মিনদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারি না; নিশ্চয় তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীপে গমণকারী, পরন্ত আমি তোমাদেরকে নির্বোধ কওমরূপে দেখছি।

৬) হে আমার কওম! আমি যদি তাদের (মু'মিনদের) তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কি আমাকে রক্ষা করবে?

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ ৩০

وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আর হে আমার কওম! আমি যদি তাদেরকে বের করেই দেই তবে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা কি এতটুকু বুঝ না?

৭)নূহ বলেছিলো, আমি বলছিনা আমার কাছে আল্লাহর অর্থভান্ডার আছে, কিংবা আমি গায়েব জানি, কিংবা আমি ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টি যারা নিম্নশ্রেণীর(যারা মু'মিন হয়েছে) আল্লাহ কখনো তাদের কল্যাণ করবেন না- এ কথাও আমি বলি না তোমাদের কথা মেনে নিলে আমি যালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

সুরা হুদ ১১,আয়াতঃ৩১

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

আর আমি তোমাদেরকে এই কথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং আমি (একথা বলছি না যে আমি) অদৃশ্যের কথা জানি। আর আমি এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশ্‌তা আর যারা তোমাদের চোখে হীন আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারি না যে , আল্লাহ কখনো তাদেরকে কোন নিয়ামত দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন, আমি তো এরূপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।

৮) তারা বলেছিলো, হে নূহ তুমি তো আমাদের সাথে প্রচুর বিতন্ডা করেছো। সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমার প্রতিশ্রুত ঘটনাটি ঘটিয়ে দেখাও ।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৩২

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

তারা বললোঃ হে নূহ(আঃ)! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছো ,অনন্তর সেই বিতর্ক অনেক বেশী করেছো ,সুতরাং যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সামনে আনয়ন কর , যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৯) জবাবে নূহ বলেছিলো, আল্লাহ চাইলে ঘটনাটি তিনিই ঘটিয়ে দেখাতে পারেন । তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৩৩

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

তিনি বললেনঃ ওটা তো আল্লাহ তোমাদের সামনে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না।

১০) নূহ বলেছিলো, আল্লাহই যদি তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান তবে আমি নসিহত করতে চাইলেও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৩৪

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আর আমার দিক নির্দেশনা(নসীহত) তোমাদের উপকারে আসতে পারে না, আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই না কেন, যদি আল্লাহরই তোমাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করা এবং রসুলের কথায় সন্দেহ পোষণ করা কোনক্রমেই কল্যাণকর হতে পারে না, বরং পরিণতি ভয়াবহ খারাপ । আল্লাহ এদের বিভ্রান্ত করে দেবেন। এবং যখন আল্লাহ চাইবেন তখন এদেরকে ধ্বংস করে দেবেন, কারণ তাদেরকে অনেক অবকাশ আল্লাহ দিয়েছেন, কিন্তু তারা নাফরমানিতেই লিপ্ত থাকা পছন্দ করেছে। নাফরমানি করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।